গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১১ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
১১ ফেব্রুয়ারি'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>১১ ফেব্রুয়ারি'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ফেব্রুয়ারি'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">দপ্তর/সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জানুয়ারি'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>০৩</td><td>০৭</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৭</td></tr>
<tr><td>সওজ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৭</td><td>০০</td><td>১৭</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৫</td><td>০৬</td><td>২১</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>১৬</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৭</td><td>০৯</td><td>৪৬</td><td>০৭</td><td>০০</td><td>০৭</td><td>৩৯</td></tr>
</table>
<u>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</u>
সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, এ বিভাগে ৭টি বিভাগীয় মামলা চলমান আছে, তন্মধ্যে ১টি মামলায় (০৫/২০২০) অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশন এর মতামত চাওয়া হয়েছে। এখনো মতামত পাওয়া যায়নি। ১টি মামলায় (০৬/২০২০) জনাব মো: সামীমুজ্জামান, উপসচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অপর ২টি মামলায় (নম্বর ১/২০২১ ও ২/২০২১) অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের অভিযোগনামার জবাব পাওয়া গিয়েছে। নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩টি মামলায় (০৩/২০২১, ৪/২০২১ ও ৫/২০২১) অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের অনুকূলে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা গত ২৪/০২/২০২১ তারিখে জারি করা হয়েছে। মামলার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং তদন্তাধীন পর্যায়ের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তাকে যথাসময়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
(ক) এ বিভাগে চলমান ৭টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) তদন্তাধীন পর্যায়ের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তাকে যথাসময়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা), সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ
<u>সওজ অধিদপ্তর:</u>
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, জানান, সওজ অধিদপ্তরে চলমান ১টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সম্প্রতি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি-বিধান অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
<u>বিআরটিএ:</u>
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জানুয়ারি'২১ মাস পর্যন্ত পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা ছিল ১৭টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫টি। ১৫টি মামলার মধ্যে ১২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত ১২টি মামলার মধ্যে ৪টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে, ২টি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযুক্তদের ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে, আদালতে ৫টি ও দুদকে ১টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, তদন্তাধীন পর্যায়ের ৩টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত সময়ের মধ্যে দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তদন্তাধীন পর্যায়ের মামলার তদন্ত কাজ বিনা কারণে ফেলে না রেখে যথাসময়ে তদন্ত কাজ শেষ করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভায়
(ক) বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ যথাসময়ে শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)</td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	বিআরটিসি: বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলার পূর্ববর্তী জের ১৫টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ০৬টি মামলা রুজু এবং ০৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬টি। মামলা নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৬টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)
৩.	<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u> **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ফেব্রুয়ারি'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২০৪	০০	৩২০৪	০	০০	০০	৩২০৪
বিআরটিএ	২৭১	০১	২৭২	০৩	০৩	০০	২৬৯
বিআরটিসি	৯১	-	৯১	০৫	০৪	০১	৮৬
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০১	০০	০১	০৩
মোট	৩৫৭০	০১	৩৫৭১	০৯	০৭	০২	৩৫৬২

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান, আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। জানুয়ারি'২১ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ছিল ৭১টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭১টি। মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে জানুয়ারি'২১ মাসে ১ম শ্রেণির মামলা ছিল ১৫টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি (সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির জানুয়ারি'২১ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ২টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৭টি। তন্মধ্যে সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ-এর ০৫টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- জানুয়ারি'২১ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২০৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২০৪টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, নিম্ন আদালতের মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ০১/০৩/২০২১ তারিখে সিলেট জোনে, ০৪/০৩/২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম জোনে, ২২/০২/২০২১ তারিখে খুলনা জোনে, [illegible]/২০২১ তারিখে রংপুর জোনে এবং ১০/০২/২০২১ তারিখে রাজশাহী জোনে সভা করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী বিজ্ঞ আইনজীবীসহ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক জোনের মামলার সঠিক সংখ্যা, দীর্ঘ পেন্ডিং থাকার কারণ, মামলা পরিচালনায় উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে করণীয়সহ মামলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সড়ক বিভাগ পর্যায়ে কোনো একজনকে মামলা ও সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সভাপতি মামলা এবং সম্পত্তির বিষয়টি দেখভাল করার জন্য সার্কেল পর্যায়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ এবং সার্কেলের দায়িত্বে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রতিনিয়ত মামলা ও সম্পত্তির বিষয়টি মনিটরিং এবং আইন ও এস্টেট আইন কর্মকর্তাদের তদারকি করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, কোন্ জোনো কতগুলো মামলা পেন্ডিং এবং কতদিন পর্যন্ত পেন্ডিং রয়েছে, কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং জোন পর্যায়ে সভা করার বিষয়টি অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রতিটি সড়ক বিভাগের মামলা এবং সম্পত্তি দেখভাল করার জন্য সুনির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে। (গ) মামলা ও সম্পত্তির বিষয়টি দেখভাল করার জন্য সার্কেল পর্যায়ে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ এবং সার্কেলের দায়িত্বে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে প্রতিনিয়ত মামলা ও সম্পত্তির বিষয়টি মনিটরিং করতে হবে। (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদেরকে মামলা ও সম্পত্তির সার্বিক বিষয়গুলো তদারকি করতে হবে। (ঘ) কোন্ জোনো কতগুলো মামলা পেন্ডিং এবং কতদিন পর্যন্ত পেন্ডিং রয়েছে, কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং জোন পর্যায়ে সভা আয়োজন করার	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জানুয়ারি'২১ পর্যন্ত মোট ২৭১টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ৩টি মামলা নিষ্পত্তি এবং ১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৯টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত এবং দীর্ঘ পেন্ডিং মামলাগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং দীর্ঘ পেন্ডিং মামলাগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জানুয়ারি'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯১টি। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ০৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৮৬টি। মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৮৬টি মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা ছিল ৪টি। ১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩টি। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট ও ২টি রীট মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (আইন)
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	-	০৬	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪১৯	১১৩২	৫,৬৭৭	৬১০	-	৭,৪১৯	-	৭,৪১৯
বিআরটিসি	১১৯১	১৬৪	৯৩৬	৯১	-	১১৯১	-	১১৯১
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৫	০৫	১০	-	_	১৫	-	১৫
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯২২	১,৩৪৯	৬,৮৭১	৭০২	-	৮,৯২২	-	৮,৯২২

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, জানুয়ারি ২০২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯২২টি। ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে কোনো অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯২২টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে এ বিভাগের ৬টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) দ্বি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ৬টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জোন পর্যায়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য প্রত্যেক জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ইতোমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছেন। মাঠ পর্যায় হতে কার্যপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে সভা আয়োজন করা হবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে হতে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সভায় প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া, ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার পক্ষ হতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মাঠ পর্যায়ে হতে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (খ) (৩) ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দপ্তর/সংস্থার পক্ষ হতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	[illegible] অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবশ্যকীয় ডকুমেন্টস সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেলেই পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(গ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) কোম্পানি সচিব, ডিএমটিসিএল জানান, জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ১০টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্যমাসে কোনো অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও অন্তর্ভুক্ত না হওয়া বর্তমানে অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। (ঙ) উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব একই তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঘ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৮	৪	২৩	৩	২০	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	২৩	২	২৫	৫ (মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ)	২১	
	১০ম - ২০তম গ্রেড		২১	২১	২১	-	
বিআরটিসি		২৩১	০৩	২৩৪	৩ (আংশিক)	২৩৪	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৭৩	৩১	৩০৪	২৯	২৭৬	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.সওজ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান এর কর্মকালীন অডিট আপত্তিসমূহ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা'র অনুকূলে ৯টি আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি খসড়া আপত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। ১টি আপত্তি ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর (প্রাক্তন পূর্ত অডিট অধিদপ্তর) এর চাহিদা মোতাবেক পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের অডিট আপত্তির বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে অডিট শাখা হতে প্রতিবেদন দিতে হবে।	
(২) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন ছিল। বিবেচ্যমাসে ৩টি পেনশন কেইস নিষ্পন্ন এবং ৫টি পেনশন কেইস অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ২০টি। উক্ত ২০টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারিগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন করে অডিট অধিশাখায় রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত পেনশন সহজীকরণ সংক্রান্ত কমিটি'র সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ০৮/০৩/২০২১ তারিখে ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার অডিট আপত্তি বিষয়ে কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান যে, অডিট আপত্তিগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে; তাতে ১ জনকে ব্যক্তিগত দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। এছাড়া, অন্যান্য অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার মত সুযোগ নেই। অধিকাংশ অডিট আপত্তির ক্ষেত্রেই ইতোপূর্বে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশ অনুযায়ী আপত্তি নিষ্পত্তি হলেই পেনশন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হবে। তবে এ সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) আরো অবহিত করেন, অনেক সময় দেখা যায় দপ্তর/সংস্থায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সংরক্ষিত না থাকায় অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রমাণক সরবরাহ করা সম্ভব হয়না, কিংবা মন্ত্রণালয় বা দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত প্রমাণক/অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর কপি অডিট অধিদপ্তরে খুঁজে পাওয়া যায়না। ফলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। সভাপতি জানান, অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রমাণক/জবাব সরবরাহ করা প্রয়োজন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরায় দ্বি-পক্ষীয়/ ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রয়োজন হলে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অডিট অধিদপ্তরকে সরবরাহ করার জন্য সভায়	(২) সাময়িক পেন্ডিং ২০টি পেনশন কেইসের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) (ক) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) (খ) অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রমাণক/জবাব/ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণীর কপি সরবরাহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন বাবদ ৬,০০০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সহকারী সচিব (বিআরটিসি)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেনশন কেইস যথাসময়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই।	বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণের লক্ষ্যে খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করে ভেটিং-এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২০ প্রণয়ন: সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হবে।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় প্রণীতব্য সংশোধিত বিধিমালা দাখিল করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা এবং রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বড় গাছের নিচে থাকায় গাছ বেড়ে উঠতে পারছেনা বা বেরিয়ার না থাকায় অনেক গাছ নষ্ট হচ্ছে। বড় গাছের ডাল-পালা ছেটে এবং বেরিয়ারের মাধ্যমে গাছ রোপনের জন্য আরবরিকালচারের সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ এর আলোকে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা সময়ে সময়ে পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন করার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। নীতিমালার গেজেটের কপি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়, আঞ্চলিক বন সংরক্ষকের কার্যালয় ও সকল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) অগ্রাধিকার বিবেচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে নীতিমালা অনুযায়ী বৃক্ষরোপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। (ক) (৩) নীতিমালার গেজেটের কপি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়, আঞ্চলিক বন সংরক্ষকের কার্যালয় ও সকল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও তদারকির কাজ সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(খ) (১) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও তদারকির কাজ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, প্রকৌশলী (ঢাকা/ময়মনসিংহ জোন)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
	(গ) প্রকল্প পরিচালক, এমআরটি (লাইন-৫): নর্দান রুট জানান, আমিন বাজার হতে সাভার পর্যন্ত মহাসড়কে পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা অনুযায়ী নতুন করে বৃক্ষরোপনের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, হেমায়েতপুর হতে আমিন বাজার পর্যন্ত এমআরটি (লাইন-৫) এর উড়াল অংশের নির্মাণ কাজ শিঘ্রই শুরু হবে। সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত সড়কে বৃক্ষরোপন করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এ অংশ বৃক্ষরোপন না করাই যুক্তিযুক্ত হবে। হেমায়েতপুর হতে আমিন বাজার পর্যন্ত মহাসড়কে বৃক্ষরোপন করার বিষয়ে ডিএমটিসিএল ও সওজ অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সভায়	(গ) হেমায়েতপুর হতে আমিন বাজার পর্যন্ত মহাসড়কের বৃক্ষরোপন বিষয়ে ডিএমটিসিএল ও সওজ অধিদপ্তরের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গুরুত্বারোপ করা হয়।		
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান-জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত জমির নামজারি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও বিভিন্ন সময়ে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, রেকর্ডভুক্ত ও নামজারি সংক্রান্ত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। গত মাসের তুলনায় এ মাসের অগ্রগতি বেশ ভাল। এলএ, নামজারি ও হস্তান্তরিত সম্পত্তি নামজারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রেকর্ডভুক্ত ও নামজারি বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া। রেকর্ডভুক্ত ও নামজারির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সব পর্যায়ে কাজ চলমান আছে।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে।	
	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান সওজ এর নামে হস্তান্তরিত জায়গা রেকর্ডভুক্ত ও নামজারি না হওয়ায় মালিকানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সড়ক সম্প্রসারণের সময় গাছ অপসারণে সমস্যা তৈরী হয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় এ ধরণের কোনো জটিলতা থাকলে তা চিহ্নিত করে দ্রুত ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও নামজারি করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।	(ক) (২) প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় গাছ অপসারণের জটিলতা নিরসণের লক্ষ্যে ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান-সওজ সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ প্রদান ইত্যাদি অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মহাসড়কের ১০ মিটার বা ৩৩ ফুটের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখা এবং মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচারণার সময় নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে প্রচারণা করা, সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের যেন নজরে আসে এমন জায়গায় স্থাপন করার বিষয়ে সভাপতি পুনরায় প্রধান প্রকৌশলী, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মহাসড়কের ১০ মিটার বা ৩৩ ফুটের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের আইনী প্রক্রিয়ার আওতায় আনার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	(গ) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। যানবাহনে ওভার লোডের ফলে সেতু/বেইলী ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় ইতোপূর্বে দায়ের করা মামলাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে তাদের আইনজীবীদের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ স্থাপান এবং সেতু/বেইলী ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় মামলা দায়ের ও মামলাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সভাপতি পুনরায় প্রধান প্রকৌশলী, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঘ) (১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। (ঘ) (২) ওভার লোডের ফলে সেতু/বেইলী ব্রীজের ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিপূরণ ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। (ঘ) (৩) ইতোপূর্বে দায়ের করা মামলাগুলো যথাযথ ও সঠিকভাবে পরিচালনাসহ মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঙ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান, ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় শেরপুর সড়ক বিভাগে ২টি, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৫টি, পিরোজপুর সড়ক বিভাগে ৩টি, ভোলা সড়ক বিভাগে ১টি, খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগে ২টি, নীলফামারী সড়ক বিভাগে ১টি, দিনাজপুর সড়ক বিভাগে ১টি, মাগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, বগুড়া সড়ক বিভাগে ১টি, টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগে ১টি, লক্ষ্মীপুর সড়ক বিভাগে ১টি, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগে ১টি, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগে ৪টি ও রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগে ১টি মামলাসহ মোট ২৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা, উপযুক্ত প্রমাণাদি দাখিল, স্বাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঙ) মামলাগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা, উপযুক্ত প্রমাণাদি দাখিল, স্বাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। মামলাগুলো/বিষয়টি তদারকি করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (আইন)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ২৮/০২/২০২১ সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সিলেট সড়ক বিভাগাধীন সিলেট-ক্বীন ব্রীজ হতে সিলেট মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সওজ এর ভূমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ০৪টি ছাদ ওয়ালা কংক্রিটের পাকা দোকান, ৮০টি সেমি পাকা দোকান, ৫৭টি কাঁচা দোকান এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১৫তম কিলোমিটারে লামাকাজী বাজারে ৭৪টি টং দোকানসহ মোট ২১৫টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০৪ (চার) একর ভূমি অবৈধ দখল হতে মুক্ত হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। উদ্ধারকৃত জায়গা যথযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড, গাছ রোপন, বেস্টনী, সওজ'র যন্ত্রপাতি ও মালামাল রাখে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদেকে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৭ ও ৮২ অনুসরণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) উদ্ধারকৃত জায়গা যথযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড, গাছ রোপন, বেস্টনী, সওজ'র যন্ত্রপাতি ও মালামাল রেখে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৭ ও ৮২ অনুসরণ করতে পারেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান- (ক) গত ২৫/০২/২০২১ তারিখ ঢাকা জোনের অধীন গাজীপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন ঢাকা (বনানী)-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ৪৭তম কিলোমিটারে গড়গড়ীয়া মাস্টার বাড়ীতে মহাসড়কের পাশে অবৈধভাবে ময়লা-আবর্জনা ফেলায় তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এতে ৭ (সাত) জনকে ৪০০০ (চার হাজার) টাকা জরিমানা করা হয় এবং জরিমানার টাকা যথাযথ সরকারি কোডে জমা দেয়া হয়। (খ) গত ২৮/০২/২০২১ তারিখ রংপুর সড়ক জোনের অধীন গাইবান্ধা সড়ক বিভাগের আওতাধীন পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা আঞ্চলিক মহাসড়কের (বাস টার্মিনাল হতে রেল গেইট পর্যন্ত) উভয় পার্শ্বে সওজ মালিকানাধীন ভূমি হতে ৫তলা ভবন-৩টি, ৪তলা ভবন-১২টি, ৩তলা ভবন-১৯টি, ২তলা ভবন-২৫টি, ১তলা ভবন-৪১টি, সেমিপাকা ও টিনসেড-১৫৭টিসহ সর্বমোট ২৬৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ১৩টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড অপসারণ করা হয়। প্রায় ৪.৭৫ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১ শত কোটি ০৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান পরিচানার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ২৩/০২/২০২১ তারিখ ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৫২ এবং ৫৩তম কিলোমিটারে কেরানীহাট এলাকায় সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ৩টি বিলবোর্ড ও কাঁচা/পাকা/আধাপাকাসহ ২৭৫টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ৩.০০ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ (দশ) কোটি টাকা। উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখতে বিষেশ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে ৮টি বিল বোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	রাখতে হবে এবং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
৯.	**বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে ২১৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৭০১টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ৩০,২৩,৮০০/- (ত্রিশ লক্ষ তেইশ হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ০৮টি যানবাহন ডাম্পিং-এ প্রেরণ এবং ২৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(খ) রুট পারমিট অনুযায়ী যানবাহন চলাচল এবং এক রুটের যানবাহন অন্য রুটে যাতে চলাচল করতে না পারে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় রুটপারমিটের বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রুটপারমিটবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে রুট পারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশকে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ঢাকার প্রবেশ ও বাহির মুখের মহাসড়কে রুটপারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে চলাচল না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(খ) (১) সারাদেশে রুট পারমিট অনুযায়ী সড়কে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য অভিযান পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দিতে হবে। (খ) (২) ঢাকার প্রবেশ ও বাহির মুখের মহাসড়কে রুটপারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে চলাচল না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(গ) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ নিয়ে গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে ২৮তম জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যান বিআরটিএ-কে সভাপতি এবং পরিচালক (ইঞ্জি:)-কে সদস্য-সচিব করে ০৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রয়োগিক দিকগুলো যাচাই-বাছাইকরত: সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কৌশল নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আগামী এক মাসের মধ্যে দাখিল করবে।	(গ) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১০	**বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিহণে সেবাদান মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে এবং তথ্যাদি বিআরটিসিতে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, জানান, বিআরটিএ'র প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ম্যানেজার (অপাঃ)/ইউনিট প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র ৫ জন কর্মকর্তাকে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে অন্তত: ৩টি গাড়ি পরিদর্শন করে ঐ দিনেই রিপোর্ট করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি ফলপ্রসূ অগ্রগতি হবে মর্মে আশা করা যায়। সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে গঠিত ৩টি টিমকে পূর্বের ন্যায় আগামী দু'সপ্তাহে (শনিবার দিন) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) মন্ত্রণালয় হতে গঠিত ৩টি টিমকে পূর্বের ন্যায় আগামী দু সপ্তাহ (শনিবার দিন) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/সহকারী সচিব (বিআরটিসি)
১১	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫৩টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১২টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডেলিভারীকৃত মালামালের মধ্যে পরিদর্শন যান ৮৭টি, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ১৯২টি, ফেরি ২৭টি, পন্টুন ৪৩টি, গ্যাংওয়ে ১১টি, বেইলী ব্রীজ স্ক্র্যাপ মালামাল এবং বিভিন্ন স্ক্র্যাপ মালামাল।	(১) (ক) এপ্রিল'২১ মাসের মধ্যে ১২টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্ন করে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) প্রধান প্রকৌশলী জানান, সার্ভে রিপোর্টে প্রস্তুত ও নিলাম বিক্রয়ের কাজে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ-কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়নি সে সকল সড়ক বিভাগের জন্য Proto type শেড নির্মাণের ড্রইং এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদেরকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	(২) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়নি সে সকল সড়ক বিভাগের জন্য Proto type শেড নির্মাণের ড্রইং দ্রুত সম্পন্ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করে এপিএ টিমের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ অব্যাহত আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ওপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের নির্দেশনা মোতাবেক সকল দপ্তর/সংস্থা'র সাথে ১৬/০২/২০২১ তারিখে জরুরি সভা করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২০২১: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, (১) অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের ৩য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১৭/০২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী "শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজন (অধীন দপ্তর/সংস্থা)-এর সাথে মতবিনিময় সভা গত ১৭/০২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিভাগ ও সংস্থাসমূহের শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চা কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ যথা: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-এর তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী সকল তথ্য সন্নিবেশ ও হালনাগাদ করা হয়েছে! সংশ্লিষ্ট সকলকে ভবিষ্যতেও তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সকল দপ্তর/সংস্থা প্রতি মাসে NIS ও APA কর্ম-পরিকল্পনার কর্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করছে।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grievance Redress System (GRS) : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, ফেব্রুয়ারি'২১ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ০১টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগটি বিআরটিসি'র সাথে সংশ্লিষ্ট যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) দপ্তর/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা'র GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Public Service Innovation: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্তকরণের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ্যাপসটি সকলের ব্যবহার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়নি। এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রস্তুত হলেই এটি উপস্থাপনার আয়োজন করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গ্রাহক কর্তৃক বিএসপি'র মাধ্যমে অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিলের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্টকারী প্রতিষ্ঠান টাইগার আইটি লি: এর সাথে	(১) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্ত করে সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে। (২) বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টেন্ডার ও এক্সেস)।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ'র চুক্তির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ইন্টিগ্রেশন করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে নতুন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটিজ প্রিন্টার্স প্রা: লি: কর্তৃক ৪টি জেলায় স্মার্ট কার্ড প্রিন্ট কার্যক্রম ২৮ ফেব্রুয়ারি'২১ থেকে শুরু হয়েছে। নতুন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান পুরানো প্রতিষ্ঠান থেকে পুরানো ডাটা প্রাপ্তির পরপরই যে কোন সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। পুরানো ভেন্ডর এর কাছ থেকে সকল ডাটা দ্রুত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ এবং অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও উপসচিব (টোল) জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন কবার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। (৪) মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং এ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৫/০২/২০২১ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। (৫) উপসচিব (টোল) জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের ৪টি উদ্ভাবনী আইডিয়া রয়েছে। আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ উদ্যাগ নেয়া হয়েছে। স্বল্পসময়ের মধ্যে এগুলোর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আইডিয়াসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মধ্যে শুরু করতে হবে। (৩) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। (৪) মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং এ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ছ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথি রিপোর্ট জেনারেট না হওয়ায় কোনো তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বর্তমানে ই-নথি সিস্টেমে অফিস ও শাখাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। সার্ভারে আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া চলমান আছে। পরবর্তী মাসগুলোতে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।	ই-ফাইল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(চ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার সড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) জানান, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রকল্প সুনীল অর্থনীতির আওতাভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ ৪-লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ, সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার-পতেঙ্গা পর্যন্ত মহাসড়ক নির্মাণ ইত্যাদি। এগুলো বাস্তবায়নে সওজ অধিদপ্তর হতে কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি বলেন যে, সুনীল অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিবেচনায় বেশ কিছু উদ্যোগ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনা হয়ে থাকে। তাই সুনীল অর্থনীতির বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা [illegible]	(ক) পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) সুনীল অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ/কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) সুনীল অর্থনীতির এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা) যুগ্মসচিব (পরি: ও কার্য:)/উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) যুগ্মসচিব (সম: ও প্রশি:)
১০	বিবিধ: ক. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের পুনর্গঠিত TAPP ০৭/০২/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (কার্যক্রম ও পরিকল্পনা) জানান, মন্ত্রণালয় হতে TAPP গত ২৪/০২/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা মহানগরী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় চলাচলকারী বিআরটিসি বাস ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসে নতুন করে র‌্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে। ডিটিসিএ হতে বর্তমানে র‌্যাপিড পাস ডিভাইস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে টেকনোলোজি সম্পর্কে ডিটিসিএ হতে বিআরটিসিকে ধারণা/অভিজ্ঞতা দিবেন। উক্ত ধারণা/অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিআরটিসি নিজস্ব উদ্যোগে র‌্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিবে।	(১) ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (২) (ক) ঢাকা মহানগরী ও পাশ্ববর্তী এলাকায় চলাচলকারী বিআরটিসি বাস ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসে নতুন করে র‌্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। (২) (খ) Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে এর প্রচার প্রচারণা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম)/প্রকল্প পরিচালক, র‌্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-১ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বিধায় আপাতত: ডিটিসিএ হতে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ বন্ধ রয়েছে। ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। TAPP অনুমোদিত হলে নতুন আঙ্গিকে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করা হবে এবং বিআরটিসিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। সভাপতি অবহিত করেন ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাধীন থাকায় র‍্যাপিড সিস্টেম চালুর বিষয়ে তেমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই বিধায় এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৩) (ক) ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP অনুমোদনের পর র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। (৩) (খ) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	 যুগ্মসচিব (সম: ও প্রশি:)
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন চালক, কন্ডাক্টরদের নামে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া, প্রতিমাসে বিআরটিসি'র মাসিক সমন্বয় সভায় চালক/কন্ডাক্টরদের অনুকূলে বকেয়া রাজস্ব'র হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসগুলো আটকপূর্বক ডিপোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপো ম্যানেজার'দের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া এবং আপাতত: প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (সম: ও প্রশি:)
	গ. ঠিকাদারের তালিকা প্রস্তুত ও সক্ষমতা যাচাই: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত ও তাদের সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত করা ও ডাটা বেইস প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) উপসচিব, রক্ষণাবেক্ষণ জানান, সওজ অধিদপ্ত হতে প্রাপ্ত LTM ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রস্তাবটি অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরত: সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সুপারিশ দাখিল করেছে। সুপারিশের আলোকে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ঠিকাদারের তালিকা প্রস্তুত ও তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়র জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) তথ্য যাচাই-বাছাই করে ঠিকাদারের সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে এবং ঠিকাদারের তথ্য সম্পর্কিত একটি ডাটা বেইস তৈরী করতে হবে। (২) LTM ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পরিকল্পনা)
	ঘ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিষয়টি চলমান পক্রিয়া হওয়ায় এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশাসন)
	ঙ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর উক্ত পত্রের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজউক ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা করা হলে বিষয়টি দ্রুত সমাধান হতো বলে মনে হয়। সভাপতি জানান, বিষয়টি নিয়ে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ হয়েছে। একটি ডি.ও পত্র প্রেরণের জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/
	চ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালু করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অন্তবর্তীকালীন টোল হার আরোপের বিষয়ে সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাসেক-১ ও সাসেক-২ করিডোর নিয়ে সভা করা হয়েছে। সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (৩) কুমিল্লার নিমসারে ড্রাইভাদের জন্য নির্মাণাধীন বিশ্রামাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হলে অপারেশন ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা সহজতর হবে। অতিরিক্ত সচিব জানান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করবেন।	(১) ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় চালু করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) অন্যান্য গরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (৩) কুমিল্লার নিমসারে ড্রাইভাদের জন্য নির্মাণাধীন বিশ্রামাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মন্ত্রণালয় হতে কমিটি গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)
	জ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৬ মার্চ ২০২১ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারতের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিআরটিসি ও সওজ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা ও ব্যবস্থানার জন্য চেয়ারম্যান এবং প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের সভায় ধন্যবাদ জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, সভাপতি দপ্তর সংস্থার প্রধান কার্যালয়, গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক, ফ্লাইওভার, ফুটওভার ব্রীজে আলোক সজ্জা, গোপালগঞ্জ জেলার ঘোনাপাড়া থেকে বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে ছাত্র-ছাত্রীদের যাওয়া-আসার জন্য হ্রাসকৃত ভাড়ায় বিআরটিসি বাসের সার্ভিস প্রদান, মুজিব বর্ষের লোগো, বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন উদ্ধৃতি, শ্লোগান বিআরটিসি বাসসহ দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপর্ণ স্থাপনায় ব্যবহার/প্রদর্শনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে কোনো ধরণের আলোকসজ্জা না করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের নির্দেশনা দেয়া হয়।এছাড়া, দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ বিষয়ে গঠিত মনিটরিং টীমের সদস্যদেরকেও সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঞ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, ড্রাইভারদের বিশ্রামাগার নির্মাণ ও এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলাপ হয়েছে। সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ কার্যক্রম গ্রহণ করছেন। সভাপতি অবহিত করেন ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে মন্ত্রণালয় হতে উদ্যোগ [illegible] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সকল ধরণের সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন। ইউটিলিটি স্থানান্তরে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করা হলে তিনি সহযোগিতা করবেন মর্মে জানিয়েছেন। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সংস্থা প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়ের গঠিত মনিটরিং টিম প্রধান/মনিটরিং জোন প্রধানদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে সংস্থা প্রধান/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়ে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধান/মনিটরিং জোন প্রধানদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি)
	ট. গতি নামের পরিবর্তে 'বিআরটিএ সেবা' নামে এ্যাপস প্রস্তুত সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, 'বিআরটিএ সেবা' এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়ে গত ১০/০২/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত আছে। এছাড়া, গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে appointment নেয়ার বিষয়ে গত ২৭/০১/২০২১ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসা গ্রাহকদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ানো, নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি নির্দেশনামূলক ব্যানার বিআরটিএ'র বিভিন্ন অফিসে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে বিআরটিএ অফিসে কাজের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা পূর্বের চেয়ে উন্নত হয়েছে।	(১) 'বিআরটিএ সেবা' এ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে এ্যাপোন্টমেন্ট নেয়া এবং নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ঠ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৩টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১৭টি, ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১৭টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হলে বিপিএসসি হতে অদ্যাবধি সুপারিশ পাওয়া যায়নি। ২টি পদ সংরক্ষিত। পদোন্নতি যোগ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৬টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৫টি মোট ১১টি পদ পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ৩টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। অবশিষ্ট ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ১৬/০৪/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৪র্থ শ্রেণির ১টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ১২টি পদ সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্য ১৬/০৪/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- বিভিন্ন গ্রেডের ০৯টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩ জন এবং ৯ম গ্রেডভুক্ত ৭ জন মোট ২০ জন জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ১১-১৭ তম গ্রেডের পদের প্রার্থীদের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। ০১/০২/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক কর্মকর্তার ৪টি পদে পদোন্নতির আদেশ জারি করা হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর গত ১৫/০২/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫০৭টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ৩৪টি (সহ: পরিযান কর্মকর্তা ও সহ: হিসাবক্ষরক্ষণ কর্মকর্তা) পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোকবল নিয়োগেরে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত ৭৯৭টি এবং ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী পদে ২০২৪টি আবেদন পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৮টি পদ শূন্য রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূণ্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট ৩২টি শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ০৫/০৩/২০২১ ও ০৬/০৩/২০২১ তারিখ শূন্য পদ পূরণের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৮০টি শূন্য পদ রয়েছে ১ম শ্রেণির ২০৪টি পদের মধ্যে- সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর ৮৮টি পদ পূরণের প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে পিএসসি কর্তৃক ৩৮তম বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডারে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৩৩ জন ও সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ১১জন সহ মোট (৩৩+১১)=৪৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নিতর মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ১৯৭টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণের ১৪টি পদ মহাহিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসার এর ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৫৩৭টি পদের মধ্যে- সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাব রক্ষণের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৩৫৭টি পদের মধ্যে-সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বর্তমানে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোসিং ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিআরটিসি/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ড. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশ নিয়ে গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে ২৮তম জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারম্যান বিআরটিএ-কে সভাপতি এবং পরিচালক (ইঞ্জি:)-কে সদস্য-সচিব করে ০৮(আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রয়োগিক দিকগুলো যাচাই-বাছাই করত: সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে কৌশল নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে।	মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটির প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসডকে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংবলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে এডিবি হতে অর্থসংস্থান করা হবে। ১৬/০২/২০২১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারনার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। চরসিন্দুর সেতুতে মার্চ'২১ মাসের মধ্যে ETC স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ আনলাইন (Online) পদ্ধতিতে ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১১টি প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২২,৮৮১ (বাইশ হাজার আটশত একাশি)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	[illegible]
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণের লক্ষ্যে খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালাটি চূড়ান্ত করে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, খসড়া আইনে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২১/০১/২০২১ তারিখে দপ্তর/সংস্থা গুলোর মতামতের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন করে খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব